2458 - বীর্য ও কামরসরে মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন

মাঝে মাঝে আমি সকালবলো ঘুম থকেে উঠে ভতেররে কাপড়ে সক্তিতা পাই। আশা করি আপনি এটকিে বীর্য অথবা অনচ্ছিাকৃত পশোব মনে করবনে না। কারণ পরদনি সকালে ঘুম থকেে ওঠার পর স্বাভাবকিভাবে আমার শরীর থকেে কামরস বা আঠালো পদার্থ নর্িগত হয়। এই কারণে আমি অধকিাংশ সময় আমার আন্ডার ওয়্যার ও পায়জামা ধুয়ে নহি। ইতঃপূর্বে আমি একটি বইয়ে পড়ছেি যে, যদি নর্িগত বস্তুতে বীর্য না থাকে এবং কবেল কামরস হয় তাহলে গোসল আবশ্যক হয় না। নামাযরে জন্য শুধু অযু করে নলিইে হয়। যদি এমনই হয় তাহলে পোশাকরে ক্ষত্রেে আমাদরে করণীয় কী? আমি লক্ষ্য করছেি যে, কখনো বব্রিতকর কছিু পরস্থিতিতিে আমার কামরস বরেয়িে যায়; যদওি আমি কামরস বরে হওয়ার উপলক্ষ তরৈী করে এমন সকল পরস্থিতি থকেে নজিকেে দূরে রাখি। অতএব, বীর্য ও কামরসরে মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

বীর্য ও কামরসরে মাঝে পার্থক্য হলো:
১- পুরুষরে বীর্য গাঢ় সাদা পানি। আর নারীর বীর্য পাতলা হলুদ। অন্যদকিে কামরস হলো পাতলা পচ্ছিলি পানি যা যৌন কল্পনা অথবা ইচ্ছা পোষণ করলে বরেয়িে আসে। এটি বরে হওয়ার সময় যৌন উত্তজেনা অনুভূত হয় না, এটি সবগে বরে হয় না এবং এটি বরে হওয়ার পর শারীরকি নস্তিজেতা আসে না।
২- বীর্যরে কারণে জানাবতরে গোসল আবশ্যক হয়, হোক সটেি যৌনসঙ্গমে লপ্তি হওয়া কংিবা অন্য কোনো কারণে কংিবা স্বপ্নদোষরে ফলে। অন্যদকিে কামরস বরে হলে কবেল অযু আবশ্যক হয়।
৩- আলমেদরে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুসারে বীর্য পবত্রি, অন্যদকিে কামরস নাপাকি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বশৈষ্ট্যিগত দকি থকেে বীর্য ও কামরসরে মধ্যে পার্থক্য

পুরুষরে বীর্য গাঢ় সাদা পানি। আর নারীর বীর্য পাতলা হলুদ পানি। বীর্যরে এ বশৈষ্ট্যিগুলোর ক্ষত্রেে দলীল হলো উম্মে সুলাইম রাদয়িাল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণতি হাদীস, তনিি রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জজ্ঞিসে করলনে

যে, পুরুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখে কোন নারীও তা দেখেল? তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘যদি কোন মহিলা তা দেখে তাহলে তার উচিত গোসল করা।’ উম্মে সুলাইম বললেন: এ কথায় আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। উম্মে সুলাইম বললেন, ‘এ রকমও কি হয়?’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ‘হ্যাঁ। তা না হলে সন্তান সাদৃশ্য পায় কোত্থেকে? পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা। আর মহিলাদের বীর্য পাতলা ও হলুদ। দুইজনের মধ্যে থেকে যার বীর্য ওপর উঠে যায় অথবা আগে চলে যায় সন্তান তারই সদৃশ হয়।’[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, হাদীসের শব্দ মুসলিমের (৩৬৩)]

পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং নারীর বীর্য পাতলা হলুদ এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (৩/২২২) বলেন:

‘বীর্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। সুস্থ অবস্থায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীর্য এ ধরনের হয়ে থাকে। আলেমরা বলেন: সুস্থ অবস্থায় পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ়। দফায় দফায় সবেগে তা বের হয়। উত্তেজনাসহ নির্গত হয়। বীর্য বের হওয়ার সময় পুরুষ সুখ অনুভব করে। বেরিয়ে যাওয়ার পরে নিস্তেজতা পেয়ে বসে। এর গন্ধ খেজুর গাছের মঞ্জরির মতো, যা আবার ময়দার খামিরের গন্ধের কাছাকাছি... (তবে বীর্যের রং বিভিন্ন কারণে বদলে যেতে পারে, সে সমস্ত কারণের মাঝে রয়েছে:)... অসুস্থ হলে বীর্য পাতলা ও হলুদ হয়ে যায় কিংবা বীর্য বের হওয়ার অঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায় তখন কোনো সুখানুভূতি ও উত্তেজনা ছাড়াই বেরিয়ে পড়ে। অথবা বেশি পরিমাণে সহবাস করলে লাল হয়ে মাংসের রং ধারণ করে এমনকি খাঁটি রক্তও বের হতে পারে।... বীর্যকে বীর্য হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নির্ভর করা হয় সেগুলো তিনটি: এক: উত্তেজনাসহ বের হওয়া এবং বের হওয়ার পর নিস্তেজতা অনুভব করা। দুই: গাছের মঞ্জরির মতো গন্ধ হওয়া যেমনটি ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। তিন: কয়েক দফায় সবেগে বের হওয়া। এই তিনটির যে কোনো একটি বীর্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট; তিনটি একত্র হওয়া শর্ত নয়। যদি তিনটির কোনোটি পাওয়া না যায় তাহলে সেটি বীর্য বলে গণ্য করা হবে না এবং প্রবল ধারণা অনুসারে সেটি বীর্য নয়। এই সমস্ত বক্তব্য পুরুষের বীর্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর নারীর বীর্য হলুদ ও পাতলা। নারীর শক্তি বেশি হলে এটি সাদাও হতে পারে। নারীর বীর্যের আরো দুটি বৈশিষ্ট্য আছে; এ দুটোর কোনো একটির মাধ্যমেও নারীর বীর্যকে চেনা যায়। সে দুটি হলো, এক: এর গন্ধ পুরুষের বীর্যের গন্ধের মতো। দুই: এটি বের হওয়ার সময় সুখানুভূতি হয় এবং বেরিয়ে যাওয়ার পরে নিস্তেজতা এসে পড়ে।’[সমাপ্ত]

অন্যদিকে কামরস হলো সাদা পিচ্ছিল পানি। যৌন কল্পনা অথবা ইচ্ছা করলে এটি বেরিয়ে যায়। এই কামরস বের হওয়ার সময়ে কামনা অনুভূত হয় না, কয়েক দফায় বের হয় না এবং এর পরে নিস্তেজতা আসে না। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই। তবে পুরুষদের চেয়ে নারীদের থেকে বেশি বের হয়। ইমাম নববী শরহে মুসলিম (২/২১৩) গ্রন্থে এমনটি বলেন।

মানুষরে শরীর থকেে নর্িগত বীর্য ও কামরসরে হুকুমগত পার্থক্য

বীর্য বরে হলে গোসল আবশ্যক হয়; হোক সটো জাগ্রত অবস্থায় সহবাসরে মাধ্যমে বা অন্য কছিুর মাধ্যমে কংিবা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষরে কারণ। অন্যদকিে কামরসে কবেল অযু আবশ্যক হয়। এর প্রমাণ হলো আলী ইবনে আবু তালবি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: আমার বশেি বশেি কামরস নর্িগত হতো। আমি মকিদাদকে বললাম যনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করনে। তনিি তাকে বললনে: "এর জন্য অযু করতে হবে।"[হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করনে] ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' (১/১৬৮) গ্রন্থে বলনে: 'ইবনুল মুনযরি বলনে: আলমেরা এ ব্যাপারে ইজমা করছেনে য,ে পশ্চাদ্দশে থকেে পায়খানা, আর নারী-পুরুষরে সম্মুখদশে থকেে পশোব ও কামরস এবং গুহ্যদ্বার থকেে বায়ু বরে হওয়া এই সবগুলো ঘটনার প্রত্যকেটি পবত্রিতা বনিষ্ট কর।ে'

পবত্রিতা ও নাপাকরি দকি থকেে বীর্য ও কামরসরে পার্থক্য

আলমেদরে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুসারে বীর্য পবত্র।ি এর প্রমাণ হলো আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধুয়ে সইে কাপড় পরে নামাযে বরেয়িে যতেনে। আমি তার কাপড়ে থাকা ধোয়ার চহ্নিরে দকিে তাকয়িে থাকতাম।[হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করনে] মুসলমিরে এক বর্ণনায় আছ:ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাপড় থকেে এটি খুঁটয়িে দূর করতাম। তারপর তনিি তাতে নামায পড়তনে। অন্য এক পাঠে আছ:ে এটি শুষ্ক হয়ে যাওয়া অবস্থায় আমি আমার নখ দয়িে তার কাপড় থকেে ঘষে তুলতাম।

বরং এমনটওি বর্ণতি আছে যে তনিি সক্তিি বীর্যও ধুইতনে না। কবেল কাঠি বা অন্য কছিু একটা দয়িে মুছে ফলেতনে। ইমাম আহমদ মুসনাদে (৬/২৪৩) বর্ণনা করনে: আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযখরি ঘাসরে গোড়া দয়িে তাঁর জামা থকেে বীর্য মুছে ফলেে সইে জামা দয়িে নামায পড়তনে। শুষ্ক অবস্থায় সটেি খুঁটয়িে দূর করে তাতইে নামায পড়তনে। হাদীসটি ইবনে খুযাইমা তার সহহি গ্রন্থে বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ইরওয়া (১/১৯৭) গ্রন্থে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে।

অন্যদকিে আলী (রাঃ) এর উপর্যুক্ত হাদীস অনুসারে কামরস নাপাক। ঐ হাদীসরে কছিু বর্ণনায় আছ:ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা এবং অযু করার নর্িদশে প্রদান করনে যমেনটি আবু উয়ানা তার 'মুস্তাখরাজ' গ্রন্থে বর্ণনা করনে। ইবনে হাজার 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলনে: 'এই হাদীসটরি সনদে কোনো সমস্যা নইে। সুতরাং কামরস নাপাক। এটি বরে হলে পবত্রিতা নষ্ট হয় এবং এর জন্য পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়া আবশ্যক হয়ে পড়।ে'

বীর্য ও কামরস কোনো কাপড়ে লাগলে সটোর হুকুম

বীর্যকে পবত্রি বলার মতরে ভত্তিতিে কোনো কাপড়ে বীর্য লাগলে সটেি নাপাক হয়ে যায় না। কোনো মানুষ যদি ঐ কাপড়ে নামায আদায় করে তাহলে এতে কোনো আপত্তি নইে। ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' (১/৭৬৩) গ্রন্থে বলনে: 'আমরা যদি এটকিে পবত্রি বলি তাহলে এটি খুঁটয়িে পরষ্কিার করা মুস্তাহাব। যদি খুঁটয়িে দূর করা ছাড়াও নামায পড়ে, নামায পড়া জায়যে হবে।'

অন্যদকিে কামরসরে ক্ষত্রেে কাপড়ে পানি ছটিয়িে দওেয়াই যথষ্টে। কনেনা এছাড়া ভন্নি কছিু করা কঠনি। এর প্রমাণ হলো আবু দাউদ 'সুনান' কতিাবে সাহল ইবনে হানীফ থকেে বর্ণনা করনে: তনিি বলনে: আমার বশেি বশেি কামরস নর্িগত হতো। আমি বশেি বশেি গোসল করতাম। তখন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জজ্ঞিাসা করলে তনিি বললনে: 'তোমার জন্য এ ক্ষত্রেে অযু করাই যথষ্টে।' আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাপড়ে যা লাগে সটেরি ক্ষত্রেে কী হবে?' তনিি বললনে: 'তুমি এক অঞ্জলি পানি নয়িে কাপড়রে যখোনে লগেছে মনে হয় সখোনে ছটিয়িে দবি।'[হাদীসটি তরিমযিী বর্ণনা করনে এবং বলনে: এটি হাসান সহহি হাদীস। আমরা কামরসরে ব্যাপারে কবেল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকরে হাদীস থকেইে অনুরূপ জানতে পারি][সমাপ্ত]

তুহফাতুল আহওয়াযী প্রণতো (১/৩৭৩) বলনে: 'এই হাদীস দয়িে দলীল প্রদান করা হয়ছে যে কোনো কাপড়ে কামরস লাগলে তাতে কবেল পানি ছটিয়িে দওেয়াই যথষ্টে। কাপড়টি ধৌত করা আবশ্যক নয়।'

আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ।